Bangladesh Garment Manufacturers
& Exporters Association
"Made in Bangladesh with Pride"

FARUQUE HASSAN
PRESIDENT

বিজ্ঞপ্তি নং- বিজিএ/হেলথ/২০২২/১৪৩ তারিখ ঃ ১৬ জুলাই, ২০২২

"সকল সম্মানিত সদস্যের জন্য"

বিষয়ঃ ডেঙ্গুর প্রকোপ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, সম্প্রতি দেশে করোনা ভাইরাসের পাশাপাশি এডিস মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গুর প্রকোপও ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আক্রান্ত রুগীর মধ্যে ৮৭ শতাংশ রোগীই ঢাকা মহানগরে, যেখানে তৈরী পোশাক শিল্পের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক/কর্মচারী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই শ্রমিক/কর্মচারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা আমার/আপনার সকলের দায়িত্ব। কারণ এই শ্রমিক/কর্মচারীরা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মেরুদন্ড এবং প্রধান চালিকা শক্তি। উল্লেখ্য যে, সরকার, আইএলও এবং বিজিএমইএ কর্তৃক নির্দেশনা এবং স্বাস্থ্য প্রটোকলসমূহ যথাযথভাবে অনুসরন করে কোভিড-১৯ কে নিয়ন্ত্রনে রাখা সম্ভব হয়েছে। আশা করি বর্তমানে এডিস মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গুও নিয়ন্ত্রন রাখা সম্ভব হবে। ডেঙ্গু প্রতিরোধে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজনঃ

১. মশার কামড় হতে নিজেকে নিরাপদ রাখুন।
২. যে সকল জায়গায় মশার উপদ্রপ বেশি, সে সকল জায়গা এড়িয়ে চলুন (ডোবা, নালা, স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ, বন্ধ ড্রেনেজ ইত্যাদি)।
৩. এডিস মশার উৎপত্তি স্থল ধ্বংস করুন, বাড়ির চারপাশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন (অব্যবহৃত পাত্র, ডাবের খোসা, ফুলের টব এবং পুরানো টায়ারে যেন পানি জমে না থাকে তা নিশ্চত করুন)।
৪. ঘর, অফিস ও আশেপাশে পানি জমতে দিবেন না, জমিয়ে রাখা পানি নিয়মিত পরিবর্তন করুন।
৫. ফ্রিজ ও এসির পানি যেন জমে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
৬. দিনে/রাতে ঘুমানোর সময় মশারি ব্যবহার করুন।
৭. প্রয়োজনে মশা নিবারক ক্রিম ব্যবহার করুন, সম্ভব হলে জানালায় নেট লাগান।
৮. যথা সম্ভব লম্বা পোশাক পরিধান করুন।
৯. আক্রান্ত ব্যাক্তিকে সার্বক্ষনিক মশারির ভিতরে রাখুন।
১০. জ্বর হলে ডেঙ্গু জ্বরের পরীক্ষা করান এবং অবশ্যই রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

আশা করি সকলের সম্মিলিত ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এডিস মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গুর বিস্তার রোধ করা সম্ভব হবে।

সকলের সু-স্বাস্থ্য কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে,

ফারুক হাসান
সভাপতি